আজকের কাগজ

তারিখ 22 DEC 1993

## কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে নিষিদ্ধ শিবিরের মিছিল

# সর্বদলীয় ছাত্রঐক্যের প্রতিবাদ ক্যাম্পাসে উত্তেজনা

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে গত ২২ সেপ্টেম্বর থেকে জামাত-শিবিরের- রাজনীতি নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছিলো। এর পরবর্তীতে দীর্ঘদিন ক্যাম্পাসে শিবিরের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড প্রকাশ্যে চলেনি। গত ২০ ডিসেম্বর হঠাৎ করেই ছাত্র শিবির ক্যাম্পাসে মিছিল বের করে অনুষদীয় করিডোরগুলো প্রদক্ষিণ করে এবং শ্লোগান দেয় "বিপ্লব বিপ্লব ইসলামী বিপ্লব।" মিছিল শেষে ভাষায় বলে তথাকথিত প্রগতিশীল ও সরকারি দলের সন্ত্রাসীরা বেআইনীভাবে তাদের কর্মকাণ্ড নিষিদ্ধ করেছে। তাই এর প্রতিবাদ জানিয়ে তারা মিছিল করল।

এ মিছিলের খবর ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে ছাত্রঐক্যের কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় শাখার নেতারা পাল্টা মিছিল বের করে। এ সময় শিবিরের নেতা-কর্মিরা গা ঢাকা দেয়। ছাত্রঐক্যের মিছিলের নেতৃত্ব দেন ছাত্রদলের শামীমুর রহমান (শামীম), সমাজতান্ত্রিক ছাত্রফ্রন্টের এ এফ এম আমির উদ্দিন (আমির), ছাত্রলীগের (ম-ই) মিছবাহুজ্জামান চন্দন, ছাত্র ইউনিয়নের গোলাম মহিউদ্দিন কাজল ও আরো অনেকে।

বক্তারা বলেন, স্বাধীনতার পরাজিত শক্তি এ হায়েনার দল কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে আবার মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে, এদের যে কোনো মূল্যে রুখতে হবে। এরা চায় এ বিশ্ববিদ্যালয়কে চট্টগ্রাম, রাজশাহী আর ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের মত নারকীয় অবস্থানে পৌঁছে দিতে। এ নীল নকশা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে এরা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের পার্শ্ববর্তী গ্রামসমূহে সাংগঠনিক কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে। এ ছাড়া গ্রামসমূহে আধিপত্য বিস্তার করতে আশ্রয় নিচ্ছে নানা ধরনের কৌশলের। তারা মিছিল করে আজ তাদের ঔদ্ধত্যের বহিঃপ্রকাশই ঘটিয়েছে।

এদিকে শিবিরের মিছিলের খবর শোনার পর সকল সংগঠনের নেতা-কর্মিরা বিস্মিত হয়ে যায় এবং তাদের মাঝে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। ছাত্র নেতাদের সঙ্গে কথা বললে তাদের অনেকেই মত প্রকাশ করেন যে, এ ধরনের ঘটনার সঙ্গে কতিপয় শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারি মদদ জোগাচ্ছে। তাদের ছত্রচ্ছায়ায় থেকেই শিবিরের নেতা-কর্মিরা এখন সাংগঠনিক কার্যক্রম চালাচ্ছে। হঠাৎ করে নিষিদ্ধ ঘোষিত শিবিরের মিছিল দেখে সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীরা উদ্বেগ প্রকাশ করছে।

কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মোকাম্মেল হক।